দৈনিক জনকণ্ঠ | প্রথম পাতা | অক্টোবর ১২ শুক্রবার

আফগানিস্তানে লেসার বোমা নিক্ষেপ

এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে সবচেয়ে ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে বুধবার রাতে। বি-৫২ বোমারু বিমান থেকে ফেলা হয়েছে লেসার নিয়ন্ত্রিত ভারি বোমা– যা মাটির নিচেও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। এ ছাড়া ফেলা হয় বিভিন্ন ধরনের ভারি বোমাও। এতে কয়েক উর্ধতন তালেবান নেতা নিহত হওয়া ছাড়াও জঙ্গীদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে বলে মার্কিন কর্মকর্তারা উল্লেখ করলেও তালেবান কর্তৃপক্ষ বলছে, হামলায় কমপক্ষে ১শ' ২৫ বেসামরিক লোক নিহত হয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে জালালাবাদে একটি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে। এ ছাড়া শহরটির বিভিন্ন স্থানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে আগুন জ্বলছে। তবে এই আগুন সামরিক না বেসামরিক এলাকায় জ্বলছে, তা জানা যায়নি। তালেবান যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছে, এভাবে হামলা চালিয়ে তাদের উৎখাত করা যাবে না। মার্কিন সৈন্যরা যখন আফগান মাটিতে পা রাখবে তখনই শুরু হবে আসল যুদ্ধ। এ দিকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের বাইরে হামলা চালালে ব্রিটেন তাতে অংশ নেবে না। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েলও আফগানিস্তানের বাইরে অন্য কোন দেশ বা গ্রুপের ওপর হামলা চালানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন। ইসলামী দেশগুলো অন্য কোন মুসলিম দেশের ওপর হামলা মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করার পর তাঁরা এই মন্তব্য করেন। খবর এপি, এএফপি, রয়টার্স, বিবিসি ও সিএনএন'এর।

পেন্টাগন কর্মকর্তারা জানান, দিনে-রাতে অব্যাহত বিমান হামলায় কাবুল বিমানবন্দর, তালেবান জঙ্গীদের পূর্বাঞ্চলীয় কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি, কান্দাহারে কয়েকটি তালেবান স্থাপনা ও তাদের সদর দফতর ধ্বংস হয়ে গেছে। আর ব্রিটিশ কর্মকর্তারা বলছেন, এ পর্যন্ত অন্তত ৪০টি তালেবান লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস হয়েছে। এ ছাড়া আফগানিস্তানে ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক অভিযান কমপক্ষে এক বছর ধরে চলবে বলে তাঁরা জানান।

কিন্তু পাকিস্তানে নিযুক্ত তালেবান রাষ্ট্রদূত বেসামরিক এলাকাকে হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। তালেবান শিক্ষামন্ত্রী আমীর খান মুতাগি জানান, বুধবার রাতে ও বৃহস্পতিবার দিনের বেলার হামলায় কমপক্ষে ১শ' ২৫ জন নিহত হয়। এর মধ্যে শুধু জালালাবাদেই শতাধিক নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, শহরটির একটি মসজিদ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হলে ১৫ জন নিহত হয়। এ ছাড়া রাজধানী কাবুলে মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র একটি বাড়িতে আঘাত হানলে ১০ জন নিহত হয়। বেসামরিক লোকজনের হতাহতের এই কথা বলতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী প্রশ্ন রাখেন, এর চেয়ে সন্ত্রাসবাদ আর কি হতে পারে! তিনি বলেন, এই ব্যাপক হামলা সত্ত্বেও সৌদী ভিন্নমতাবলম্বী ওসামা বিন লাদেন ও তার আশ্রয়প্রশ্রয়দাতা মোল্লা ওমর গোপন একটি স্থানে অক্ষত ও ভাল আছেন। তবে এই হতাহতের খবর নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। কেননা তালেবান জঙ্গীরা তাদের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে সাংবাদিকদের ঢুকতে দিচ্ছে না। তার পরও এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বেসামরিক লোকজনের নিহত হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আহ্বান জানিয়েছে।

এদিকে সর্বশেষ হামলার যে পালা শুরু হয়েছে, সে ব্যাপারে পেন্টাগন খুব একটা তথ্য দিচ্ছে না। কিন্তু যেসব ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, তাতে মনে হচ্ছে এই অভিযান আরেকটি ধাপে পা দিয়েছে। এখন মার্কিন অভিযানের লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে তালেবান জঙ্গীদের সেনা ছাউনি ও বাঙ্কার। মাটির নিচের শত শত সুরঙ্গ ও পাহাড়ের গুহা লক্ষ্য করে বাঙ্কারবিধ্বংসী ভারি বোমা ফেলা হচ্ছে। এই পর্যায়ে পেন্টাগন আফগানিস্তানে স্পেশালবাহিনীর আরও সদস্য পাঠানোর চিন্তাভাবনা করছে। অভিযানে শুধু মার্কিনী নয়, অন্যান্য দেশের সৈন্যও অংশ নেবে। এই স্পেশাল ফোর্সের কাজ হবে আলকায়েদার নেতাদের খুঁজে বের করা ও বিন লাদেনের অনুগত বিদেশী সৈন্যদের হত্যা করা। তবে অচিরেই স্থলসৈন্য পাঠানোর সম্ভাবনা মার্কিন কর্মকর্তারা নাকচ করে দিয়েছেন। এর কারণ হিসাবে তাঁরা বলছেন, স্পেশালবাহিনীর বেশকিছু সদস্য আফগানিস্তানের অভ্যন্তরে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে; তবে পেন্টাগন কর্মকর্তারা সিএনএনকে বলেছেন, খুব শীঘ্র আফগানিস্তানে স্থল অভিযান শুরু হবে।

গত রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আফগানিস্তানে মার্কিন বিমান হামলা চলছিল। আর মাঝেমধ্যেই শোনা যাচ্ছিল তালেবান জঙ্গীদের বিমান বিধ্বংসী কামানের গর্জন। সর্বশেষ হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গর্বিত ঐতিহ্যকে ধ্বংস করতে চাইছে কোন অশুভ শক্তি

সুনীল ব্যানার্জী ॥ কথায় নয় কাজে পরিচয় দিন! হিন্দুসহ দেশের সংখ্যালঘুদের ওপর অব্যাহত বর্বরোচিত অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ করুন! নিজের মায়ের মতো প্রিয় জন্মভূমি হতে বের করে দেয়ার পাঁয়তারা থেকে বিরত থাকুন। নিবার্চনে বিশেষ একটি দলকে সমর্থন করার সন্দেহে ইতোমধ্যেই অধিকাংশ জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়া হয়েছে। অথচ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আবহমান বাংলাদেশের গর্বিত ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্য ভেঙ্গে হাজার হাজার হিন্দুসহ সংখ্যালঘুদের গৃহচ্যুত করা হয়েছে। সহায়-সম্পত্তি লুট করা হয়েছে। অসংখ্য তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়েছে। হিন্দুদের মন্দিরও ভাংচুর করা হয়েছে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী গত দুই সপ্তাহে দেশের ৩৫টি জেলায় প্রায় তিনডজন লোক হত্যার শিকার হয়েছে। এদের অধিকাংশই সাম্প্রদায়িকতার শিকার। অনেকস্থানে সংখ্যাগুরু মুসলমানও সংখ্যালঘুদের ঠেকাতে গিয়ে এই বলির শিকার হয়েছেন। বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ভোলা, পিরোজপুর, যশোর, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ থেকে শুরু করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলাসহ দেশের অধিকাংশ জেলা এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা থেকে রেহাই পায়নি। বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জ থানার হোগলাপাশা ইউনিয়নের কয়েক হাজার অধিবাসী ভয়ে-আতঙ্কে ঢাকায় আশ্রয় নিয়েছেন। সাতক্ষীরার আশাশুনী তালা, কালিগঞ্জ ও শ্যামনগর থানাসহ এলাকার অসংখ্য অধিবাসী পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তালা ও নরসিংদীসহ কয়েকটি এলাকায় মন্দির ও প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরেই মাদারীপুর শহরের কলাতোলা এলাকা থেকে ডা. রণজিৎ সাহা (৫০) ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের কলেজপড়ুয়া এক মেয়েকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। এর আগে ঘরের দরজা ভেঙ্গে বাড়ির সহায়সম্পদ লুটপাট করা হয়। সংসদ সদস্যসহ এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা অপহৃতদের উদ্ধারে চেষ্টা চালাচ্ছেন। গত মঙ্গলবার মাগুরার শ্রীপুর থানার নহাটা গ্রামের পালপাড়ার তিন তরুণীকে প্রায় একই কায়দায় অপহরণ করা হয়েছে। ফরিদপুরের নগরকান্দা, ভাঙ্গা, বরগুনা, শহরঘাটা, আমতলী, গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া, বরিশাল, ভোলাসহ দেশের হিন্দুপ্রধান এলাকা এখন আতঙ্কের জনপথ। অনেকে

ভয়ে দেশান্তরী পর্যন্ত হয়েছে। নিন্দিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এসব ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে কোন প্রতিকার হয়নি। ফলে অত্যাচারের স্টিমরোলার বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় পুলিশী ভূমিকা হতাশাব্যঞ্জক। কর্তব্যরত পুলিশের ভূমিকা দেখে মনে হচ্ছে অনেক বর্বর ঘটনার নেপথ্যে তাদের অদৃশ্য হাত রয়েছে। ওপর থেকে নির্দেশ পেলে বলা হচ্ছে, খবরের কাগজগুলো বাড়াবাড়ি করছে এসব নিয়ে। যা ঘটছে তার চেয়ে অতিরঞ্জিত করা হচ্ছে। অথচ হাজার হাজার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা এখন প্রায় বিরান। রাতে মহিলা ও শিশুকে ঘরে রাখতে সাহস পায় না। অনেকে বাড়িঘরে তালা ঝুলিয়ে আত্মরক্ষার্থে দূরে শেল্টার নিয়েছেন। পুলিশের আইজি নূরুল হুদা অবশ্য কথা বলেছেন অন্যসুরে। তিনি জানান, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারসহ হামলা ও লুটতরাজের অভিযোগে ১৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফরিদপুরের ভাঙ্গা থানার ওসিসহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই সামান্য ব্যবস্থা নেয়াই কি সব? নিতান্তই দায়সারাগোছের কিছু না করে কড়াভাবে ব্যবস্থা নেয়ার এখনই প্রয়োজন। নইলে এ আগুন ছড়িয়ে পড়লে দেশের অবস্থা আরও ভয়াবহ হতে পারে। এ অভিমত দেশবাসীর প্রায় সবার। ইতোমধ্যেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনাসহ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। একই দাবি জানিয়েছেন বুদ্ধিজীবীসহ দেশের প্রায় সকল সুশীল সমাজ। এর পরও একটার পর একটা সহিংস ঘটনা ঘটছে কেন? কেন এই অমানবিকতা? কথায় নয় কাজের মাধ্যমে পরিচয় দিন– এই অমানবিকতার বিরুদ্ধে আপনিও। দেশের ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে আড়াই কোটি সংখ্যালঘু যে মানুষ তা আপনার কাজেকর্মে, ব্যবহারে জানিয়ে দিন। সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু যেই হোক না কেন, সবাই কিন্তু একই আলোবাতাসে মানুষ। সবাই বাংলাদেশী। এ কথা ভুললে চলবে না।

আওয়ামী আন্দোলনের অগস্ত্য-যাত্রা

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে এগুচ্ছে আওয়ামী লীগ। সংসদ না রাজপথ এ নিয়ে নেতাকর্মীরা বিভ্রান্ত। আন্দোলনের কর্মসূচী থাকলেও দিকনির্দেশনা নেই। এর পর কি তা সিনিয়র নেতারাও জানেন না।

অবরোধ কর্মসূচী ব্যর্থ হবার পর দলের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এক সপ্তাহের বিক্ষোভ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশের থানায় থানায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল করা হবে। দু'এক জায়গা ছাড়া বৃহস্পতিবার দেশের কোথাও এ ধরনের কর্মসূচী পালনের খবর পাওয়া যায়নি। দলের মাঠ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বোঝা গেছে দলের ভবিষ্যত চিন্তাভাবনা নিয়ে তাঁরা বিভ্রান্ত। আন্দোলন করবে নাকি সংসদে যাবে তাঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা শপথ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। আবার পুনর্নির্বাচনে যাবার জন্যও সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। শপথ নিয়ে আবার চারদলীয় জোটের সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করানোর জন্য সবুজ সঙ্কেত দিয়েছেন স্পীকারকে। তাহলে অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা স্পষ্ট নয়। দলের সিনিয়র নেতাদের প্রতিও তারা ক্ষুব্ধ। বিভিন্ন কর্মসূচীতে এর বহির্প্রকাশ ঘটছে। এ কারণে কর্মসূচীগুলোতে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় নেতাদের আগ্রহ কমে গেছে। নির্বাচনের পরই দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যনির্বাহী সংসদের বৈঠক ডেকে দলের পরবর্তী অবস্থান সম্পর্কে জানিয়েছেন। পরদিন সকল জেলা কমিটির নেতা এবং মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক করে বুঝতে চেয়েছেন দলের অবস্থা। পরে তিনি ঘোষণা দিলেন অবরোধ এবং ১১ অক্টোবর থেকে অসহযোগ আন্দোলনের। এর পর দলের আর কোন ফোরামে কোন বৈঠক হয়নি। মাঝখানে ঢাকা মহানগর কমিটির এক বর্ধিত সভায় তিনি নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ হিসাবে নীলনক্সার বর্ণনা দেন। আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত থাকারও নির্দেশ দেন। ১০ অক্টোবরের কর্মসূচী পালনের জন্য ঢাকা মহানগরের আটটি আসনের দলীয় প্রার্থীদের দায়িত্ব দেয়া হয়। অবরোধ কর্মসূচী চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ঢাকা মহানগরীতে একমাত্র কামাল মজুমদার ছাড়া আর কোন প্রার্থীকে মাঠে দেখা যায়নি।

বিরোধী দলে যাবার পর প্রথম কর্মসূচী হিসাবে অবরোধ ছিল আওয়ামী লীগের সামনে এক চ্যালেঞ্জ। প্রথম কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ায় এখন দলটিকে পরবর্তী কর্মসূচী ঘোষণা করতে হবে হিসাব করেই। ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের নেতারা জানান, সঠিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি বলেই এই কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। বিষয়টি ভবিষ্যতে নেতাদের মাথায় রাখতে হবে। এদিকে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১১ অক্টোবর থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার কথা। পরে শেখ হাসিনা ঘোষণা দেন, সারা দেশ সফর করে মাঠ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পরই অসহযোগ আন্দোলন করা হবে। তবে তাঁর এই সফর কর্মসূচী এখনও ঘোষণা হয়নি। কখন, কিভাবে তিনি এই সফর শুরু করবেন তাও স্পষ্ট নয়। নির্বাচনে এত বড় বিপর্যয়ের পর পুরনো জেলা ও থানা কমিটিগুলো থাকবে নাকি নতুন কমিটি করা হবে তা নির্ধারণ না করে তাঁর এই সফর খুব একটা কার্যকর হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ পুরনো কমিটি তাদের ব্যর্থতা এড়ানোর জন্য সভানেত্রীকে যা বলবে তাতে তিনি কিছুতেই আসল চিত্র পাবেন না। দলের বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতার সঙ্গে আলাপ করে বোঝা গেছে, তাঁরা দলের ভবিষ্যত সম্পর্কে অবহিত নন। নিজেদের মধ্যে কিংবা সভানেত্রীর সঙ্গে কারও কোন সমন্বয় রয়েছে বলেও মনে হয় না। দলের বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে তাঁদের কাছে কোন ব্যাখ্যা নেই। নির্বাচনে ব্যর্থতার কারণে ভয়ে এবং লজ্জায় তাঁরা দলের সভানেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করছেন না। সভানেত্রীও তাঁদের ডেকে নিচ্ছেন না আলোচনার জন্য। ফলে যে যাঁর অবস্থানে থেকে অপেক্ষা করছেন পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেখার জন্য।

বিচ্ছিন্ন থাকলেও দলের নেতারা মনে করছেন, নতুন সরকারের অবস্থান প্রত্যক্ষ করার জন্যই অপেক্ষায় রয়েছেন শেখ হাসিনা। ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনায় এক শ' ভাগ ইতিবাচক মনোভাবের পরও তিনি সংসদে যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন না সারা দেশে দলের নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতনের কারণে। মাঠ পর্যায়ে অরক্ষিত কর্মীদের রেখে সংসদে যোগ দিলে এক দিকে যেমন তাঁর দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেয়া হবে, অন্যদিকে এই নির্যাতন বন্ধও হবে না। এ কারণেই তিনি নানা কর্মসূচী দিয়ে সময়ক্ষেপণ করছেন। নতুন সরকারের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেই তিনি দলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

পাহাড়ে কি আবার মেঘ জমছে

ফজলুল বারী ॥ বিএনপি জোটের মন্ত্রিপরিষদ ঘোষণার পর থেকে পাহাড়ে আবার জমতে শুরু করেছে সন্দেহ, অবিশ্বাসের কালো মেঘ। প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের গরমে বিএনপি এখনই পার্বত্য শান্তি চুক্তিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা বা চিন্তা করছে কি না। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসাবে শান্তি চুক্তি অনুসারে কোন উপজাতীয় ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। মন্ত্রণালয়টি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর হাতে রেখে সেখানে একজন উপজাতীয় ব্যক্তিকে

নেয়া হয়েছে উপমন্ত্রীর মর্যাদায়। পাহাড়ের বিভিন্ন সংগঠন এভাবে একজন 'সিকি মন্ত্রী' প্রাপ্তির ব্যাপারে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেছে, এটা শান্তি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শান্তি চুক্তি এবং মন্ত্রণালয়ের আইনেই এর পরিচালনা সম্পর্কে সুস্পষ্ট গাইড লাইন দেয়া আছে। বিভিন্ন মহলের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, এর মাধ্যমে বিএনপি সম্ভবত আভাস দিচ্ছে তারা শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নয়, শান্তি চুক্তির অর্জন সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে একে একে নিজেদের বিশ্বাস, পরিকল্পনা অনুসারে পরিবর্তন করে ফেলবে।

শান্তি চুক্তির শরিক পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই উদ্যোগকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, শান্তি চুক্তির অবমূল্যায়ন করা শুরু হলে পাহাড়ে আবার আগুন জ্বলবে। কেউ শান্তি চুক্তির বরখেলাপ মেনে নেবে না। পাহাড়ের আরেক সংগঠন ইউপিডিএফও বলেছে, বিএনপি যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান চায় না প্রথম উদ্যোগেই তারা এর প্রমাণ দিয়েছে। এর খেসারত বিএনপিকে দিতে হবে। উল্লেখ্য, শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করে বিএনপি ওই সময়ে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত রোড মার্চ করেছিল। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও তারা বলেছে ক্ষমতায় গেলে পার্বত্য শান্তি চুক্তির 'প্রয়োজনীয়' পরিবর্তন করার কথা। দেশের পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘ দুই যুগের রক্তক্ষয়ী পরিস্থিতির অবসান কল্পে স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তিকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিল দেশের শান্তিপ্রিয় নাগরিক সমাজ, আন্তর্জাতিক মহল। রাঙ্গামাটির বিদেশী অপহরণ ঘটনার পর থেকে পার্বত্য অঞ্চলে বিদেশী অনুদানের সকল প্রকল্প স্থগিত হয়ে আছে। নির্বাচনোত্তর পরিবেশ পরিস্থিতি দেখে সেখানে বিদেশী অনুদান-সাহায্যের প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম আবার শুরুর কথা ছিল।

উল্লেখ্য, পার্বত্য শান্তি চুক্তির ১৯ ধারায় উল্লেখ করা আছে, 'উপজাতীয়দের মধ্য হইতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে।' পরে আইনে পরিণত চুক্তিতে 'মন্ত্রী' বলতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া না থাকলেও এই মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অস্তিত্ব, মন্ত্রণালয়টির অবয়ব, কাঠামো শনাক্ত করেছে। যেমন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান, শরণার্থী বিষয়ক টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান, উপমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড এবং তিন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত ব্যক্তি। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পর খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি কল্পরঞ্জন চাকমাকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছিল। আওয়ামী লীগ দলীয় রাঙ্গামাটির এমপি দীপংকর তালুকদারকে তখন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান, বান্দরবানের এমপি বীর বাহাদুরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের। এর বাইরে শান্তি চুক্তির শরিক জনসংহতি সমিতির চেয়ারম্যান সন্তু লারমা শুরু থেকে প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে আসছেন। এবারে নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনের মধ্যে খাগড়াছড়ি এবং রাঙ্গামাটি আসন থেকে জয়ী হয়েছেন। রাঙ্গামাটি পৌরসভার জনপ্রিয় সাবেক চেয়ারম্যান মনি স্বপন দেওয়ান বিএনপিতে যোগ দিয়ে এমপি হয়েছেন আওয়ামী লীগের তুখোড় নেতা দীপংকরকে হারিয়ে। বান্দরবানের আসনটিও বিদ্রোহী প্রার্থীর কারণে বিএনপি অল্প ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছে। যেহেতু শান্তি চুক্তি এখন আইনের অংশ হিসাবে বহাল আছে, সেহেতু ধারণা করা হচ্ছিল বিএনপি তাদের বিজয়ী একমাত্র উপজাতীয় এমপি মনি স্বপন দেওয়ানকেই মন্ত্রণালয়টির মন্ত্রী করবে। কারণ উপজাতীয় ব্যক্তিদের পার্বত্য বিষয়ক দায়িত্বে বসানোর রেওয়াজটি শান্তি চুক্তির আগেও বিএনপি অনুসরণ করে এসেছে। শান্তি চুক্তির আগে এরশাদ আমলে উপমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন তিন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান পদে উপজাতীয় ব্যক্তিদের মনোনয়নের রেওয়াজ আইনসম্মতভাবেই চালু হয়েছিল। ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বিএনপি এরশাদ সরকারের প্রতিষ্ঠিত জেলা, উপজেলা পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দিলেও তিন উপজাতীয় চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ বহাল রাখে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সংখ্যালঘু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহের অধিকারসহ নানা বিষয়ে দাতা দেশসমূহের সহানুভূতির কারণে ওই অঞ্চলটি বাংলাদেশের শাসক শ্রেণীর কাছেও বিশেষ স্পর্শকাতর। শান্তি চুক্তির আগে সশস্ত্র শান্তি বাহিনী এবং শরণার্থী সমস্যাটি দেশের সীমানার বাইরে ছিল। শান্তি চুক্তির সবচেয়ে বড় অর্জন বলে উল্লেখ করা হয় এর মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে সাধারণ জীবনে ফিরে এসেছে, শরণার্থীরা দেশে ফিরে এসেছেন ত্রিপুরার ক্যাম্পের মানবেতর জীবন থেকে। বিএনপি বিরোধী দলে থাকতেও এই দুটি বড় অর্জনের শান্তি চুক্তিকে কখনও স্বাগত জানাতে পারেনি।

রাঙ্গামাটির সূত্রগুলো বলেছে, মন্ত্রিপরিষদ গঠনের ঘোষণায় পার্বত্য অঞ্চল সম্পর্কে বিএনপির নীতিনির্ধারকদের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পেয়ে সেখানকার বিভিন্ন মহলে হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই ভেবে রেখেছিলেন মনি স্বপন দেওয়ান মন্ত্রী হচ্ছেন অনিবার্যভাবেই। সেভাবে তাঁকে অভিনন্দন জানানোর ড্রাফট কপিও তৈরি করে রেখেছিলেন অনেকে। উল্লেখ্য, শান্তি চুক্তি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার আগে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের অধীন স্পেশাল এ্যাফেয়ার্স বিভাগের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার সমস্যাটি দেখা হতো। এবারে আবার মন্ত্রণালয়টি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়ে যাওয়াটা শান্তি চুক্তির আগের অবস্থায় প্রত্যাবর্তন কি না সে প্রশ্ন উঠেছে সেখানে। জনসংহতি সমিতির একজন মুখপাত্র এ ব্যাপারে রাঙ্গামাটি থেকে বৃহস্পতিবার টেলিফোনে জনকণ্ঠকে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কে আইনেই সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া আছে। বিএনপি বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখলে তা হবে শান্তি চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। শান্তি চুক্তির কোন রকম লঙ্ঘন পার্বত্য অঞ্চলে অশান্তির সৃষ্টি করবে। একজন উপমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রাখায় পার্বত্য অঞ্চলের অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা, তদারকিতে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এই মুখপাত্র বলেন, আমরা চুক্তি করেছিলাম বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে, কোন দলের সঙ্গে নয়। আওয়ামী লীগ সরকার শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নকে অবজ্ঞা করাতে পার্বত্য অঞ্চলের ভোটাররা তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। বিএনপি আশা করি একই ভুল করবে না। শান্তি চুক্তির যে কোন অবজ্ঞা দেখলে পার্বত্য অঞ্চলে আবার অশান্তির আগুন ছড়িয়ে পড়বে। হরতাল আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে গোটা এলাকায়। জনসংহতির এই প্রতিনিধি অবশ্য বলেন, যেহেতু মন্ত্রণালয়ের পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী হিসাবে এখনও অন্য কাউকে না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে, তাঁরা আশা করছেন বিএনপি বিপজ্জনক ভুলের পথে হাঁটতে যাবে না। আদিবাসী ফোরামের নেতা সঞ্জীব দ্রং এ ব্যাপারে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ শান্তি চুক্তির যথাযথ বাস্তবায়নকে অনিশ্চিত করে তুলবে। আমরা বিপুল ত্যাগের মাধ্যমে অর্জিত শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হতে দেব না। ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় নেতা রবি শংকর চাকমা জনকণ্ঠকে বলেন, বিএনপি তার প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমে পার্বত্য শান্তি চুক্তির প্রতি তাদের আস্থা-বিশ্বাস সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। তাদের উদ্যোগ পার্বত্য অঞ্চলকে আবারও অশান্তির পথে ঠেলে দেবে। উল্লেখ্য, ইউপিডিএফ পার্বত্য অঞ্চলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে এলেও সর্বশেষ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে।

নিহত যুবলীগ নেতার জানাজা পূর্ব শোক সমাবেশ

ভোট ডাকাতি করে বিএনপি এখন মানুষ হত্যায় মেতেছে ॥ শেখ হাসিনা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, রক্তের হোলি খেলা বন্ধ করুন। দেশের জনগণ মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা চায় না। তিনি বলেন, জনগণ বেশিদিন মুখ বুজে অত্যাচার-অনাচার সহ্য করবে না। বৃহস্পতিবার বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউতে ১৪নং ওয়ার্ড যুবলীগ সহসভাপতি লিটন আহমেদ ভুট্টোর জানাজাপূর্ববর্তী এক শোক সমাবেশে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। বুধবার রাতে একদল বন্দুকধারী লিটনকে গুলি করে হত্যা করে। হত্যাকারীরা বিএনপির কর্মী বলে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করেছে। বিকাল পাঁচটায় লিটনের লাশ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ের সামনে নিয়ে আসা হয়। সভানেত্রী শেখ হাসিনা আসেন বিকাল সাড়ে ৫টায়।

শেখ হাসিনা বলেন, বর্তমান সরকারের প্রথম কাজ নাকি সন্ত্রাস দমন করা। কিন্তু এই সরকার শপথ নেয়ার দিনই লিটনকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। একইভাবে ১৯৯১ সালে শপথ নেয়ার দিন বিএনপির সন্ত্রাসীরা লিটনের ভাই ইকবালকে হত্যা করেছিল। শেখ হাসিনা বলেন, শুধু ঢাকা নয়, সারা দেশে আজ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী ও সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে। মা-মেয়েকে একত্রে ধর্ষণ করছে। বিএনপি আজ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। ভোট ডাকাতি করে এখন মানুষ হত্যায় নেমেছে। মানুষের কণ্ঠকে তারা দাবিয়ে রাখতে চায়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা হত্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না। হত্যার রাজনীতি চাইও না। অবিলম্বে বিএনপিকে হত্যা-নির্যাতনের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে।

শেখ হাসিনা বর্তমান সরকারকে ভোট চোর হিসাবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি। ওরা ভোট চুরিতে বিশ্বাস করে। জনগণ ওদের ক্ষমা করবে না। শেখ হাসিনা বলেন, সন্ত্রাসীরা আজ এমপি, মন্ত্রী হয়েছেন। এঁদের ভারে জাতির কি পরিণতি হয়, জনগণ তা দেখবে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে সন্ত্রাস-লুটপাট, দখল বন্ধ করার দাবি জানান। তিনি বলেন, অত্যাচারী বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। জনগণ অত্যাচার বেশিদিন সহ্য করবে না। শেখ হাসিনা অবিলম্বে ভুট্টো হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। শোক সমাবেশ শেষে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজায় আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ, আবদুল জলিল, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শেখ হাসিনা শোক সমাবেশ শেষে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে যান। তিনি রাত সাড়ে ৭টা পর্যন্ত সেখানে ছিলেন বলে জানা গেছে।

কাফরুলে যুবলীগ নেতা লিটনকে কুপিয়ে ও গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাজধানীর কাফরুলের যুবলীগ নেতা লিটন আহাম্মেদ ভুট্টো (২৫)কে বুধবার রাতে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম অবস্থায় রাস্তায় ফেলে গুলি করে নির্মমভাবে খুন করা হয়েছে। মিরপুর নির্বাচনী এলাকায় সংসদ নির্বাচনে কামাল আহাম্মেদ মজুমদারের নির্বাচনী কাজ চলাকালে তাকে বিএনপি সমর্থিত সশস্ত্র ক্যাডাররা তাকে হত্যার জন্য হুমকি দিয়ে আসছে। মিরপুরের শেওড়াপাড়া এলাকায় তার এক ভাইকে খোঁজাখুঁজির সময় এক বন্ধুকে নিয়ে বেবিযোগে আসার সময় তাকে ৭/৮ জন সশস্ত্র ক্যাডার বেবিট্যাক্সি থেকে নামায়। তারপর তাকে রাস্তায় ফেলে চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কোপায়। রক্তাক্ত জখম অবস্থায় গুলি করে খুন করে। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামায়াত জোট নতুন সরকারের শপথ গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যুবলীগের স্থানীয় এক নেতাকে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে রাজধানীতে খুন-সন্ত্রাসের যাত্রা শুরু করেছে।

লিটন আহাম্মেদ ভুট্টোর আরেক ভাইকেও অনুরূপভাবে কয়েক বছর আগে বিএনপি সমর্থিত অভিহিত সন্ত্রাসীরা হত্যা করেছে। তার পিতার নাম মৃত সুলতান মিয়া। তাদের গ্রামের বাড়ি নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুরে। পাঁচ ভাই এক বোনের মধ্যে ভুট্টো ছিল চতুর্থ। হত্যাকাণ্ডের পর তার মৃতদেহ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেয়া হলে যুবলীগ কর্মী পরিচয় পেয়ে ময়না তদন্ত করতে গড়িমসি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর তার লাশ বঙ্গবন্ধু এ্যাভিনিউস্থ আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে নেয়া হয়। সেখানে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ নামাজে জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। পরে তার মৃতদেহ দাফন করা হয়।

মিরপুরের শেওড়াপাড়া ও কাজীপাড়ার মাঝামাঝি স্থানে ভুট্টোর ভাইয়ের মোটর গ্যারেজ আছে। ভাই আনোয়ার হোসেন রাত গভীর হয়ে যাওয়ার পরও বাড়িতে ফিরে না আসায় ভুট্টো তার সহযোগী শহীদকে নিয়ে বেবিট্যাক্সিযোগে খোঁজাখুঁজির জন্য বের হয়। রাত প্রায় তিনটায় কাজীপাড়া বাস স্ট্যান্ড এলাকায় আসার পর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এ সময় তার সহযোগী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কাফরুল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ভুট্টোর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই পুলিশ ভুট্টোকে সন্ত্রাসী বলে প্রচারণা চালাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিলম্বিত হলে সাহাবুদ্দীন পদত্যাগ করতে পারেন

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ স্বীয় পদে ঝুলন্ত অবস্থায় আর থাকতে চাচ্ছেন না। রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর পাঁচ বছরের মেয়াদ ৮ অক্টোবর উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ সময় দেশে সংসদ না থাকায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে পারেনি। সংবিধান অনুযায়ী সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এদিকে নবনির্বাচিত বিএনপি সরকার এখনই রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন অনুষ্ঠান না করে আগামী বছরের শুরুতে এই পদে নির্বাচন করতে চায় বলে জানা গেছে। সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পূর্বতন রাষ্ট্রপতির স্বীয় পদে বহাল থাকার কথা।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ২৮ অক্টোবর থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদের যে অধিবেশন শুরু হচ্ছে, সেই অধিবেশনেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পন্ন হোক– বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সেটাই চান। দেশে সংসদ গঠিত হওয়ার পরও একজন মেয়াদ উত্তীর্ণ রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে অধিষ্ঠিত থাকা তিনি সমীচীন মনে করছেন না। সংসদীয় রীতি অনুযায়ী অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ ভাষণ দেবেন। সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিলম্বিত হলে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সে ক্ষেত্রে স্পীকার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হবেন।

জাতীয় স্মৃতিসৌধ শহীদ মিনার ও জিয়ার মাজারে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা সদস্যদের শ্রদ্ধাঞ্জলি

সাভার, ১১ অক্টোবর, বাসস/ইউএনবি ॥ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্য দিয়ে দেশের প্রধান নির্বাহী হিসাবে তাঁর কার্যক্রম শুরু করেছেন। বেগম জিয়া খালি পায়ে স্মৃতিসৌধের বেদিতে চলে যান এবং সেখানে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিউগলে করুণ সুর বেঁজে ওঠে। পুষ্পস্তবক অর্পণের পর প্রধানমন্ত্রী মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী জাতির মহান শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার নির্দশনস্বরূপ স্মৃতিসৌধের পাদদেশে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন। বেগম জিয়া বিউগলের করুণ সুরমূর্ছনার সঙ্গে স্মৃতিসৌধ থেকে নিচে নেমে আসেন। মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যগণও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদও– যাঁদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে বিতর্কিত ভূমিকার অভিযোগ রয়েছে, দেশের স্বাধীনতার জন্য শাহাদতবরণকারী বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

প্রধানমন্ত্রী স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণে পৌঁছলে মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও সাভার এরিয়া কমান্ডার তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় তিন বাহিনীর প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সাভার থেকে ফেরার পর বেগম জিয়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান। তিনি খালি পায়ে শহীদ মিনারের সিঁড়িতে ওঠেন এবং ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। স্থানীয় সংসদ সদস্য নাসিরুদ্দিন আহমেদ পিন্টু শহীদ মিনারে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। এরপর প্রধানমন্ত্রী সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের মাজারে যান এবং সেখানেও পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যবর্গ শহীদ জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে সর্ব শক্তিমান আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করেন।

রাষ্ট্রদূত শমসের মবিন চৌধুরী নতুন পররাষ্ট্র সচিব?

স্টাফ রিপোর্টার ॥ রাষ্ট্রদূত শমসের মবিন চৌধুরী কি নতুন পররাষ্ট্র সচিব হচ্ছেন? এ মর্মে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যাপক গুঞ্জন রয়েছে। এ গুঞ্জন আরও ঘনীভূত হয়েছে বৃহস্পতিবার নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তাঁর উপস্থিতি দেখে। এই বৈঠকে অন্যদের মধ্যে ন্যাম সেক্রেটারি জেনারেল শফি সামি, পররাষ্ট্র সচিব মোহসিন আলী খান, রাষ্ট্রদূত শমসের মবিন চৌধুরী ও রাষ্ট্রদূত ডক্টর ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। শমসের মবিন চৌধুরী বর্তমানে ভিয়েতনামের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কর্মরত রয়েছেন। ১৯৯৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে তিনি এই পদে আসীন। চলতি সপ্তাহে তিনি ঢাকায় এসেছেন। সিনিয়রিটির তালিকায় তাঁর নাম সর্বশীর্ষে। সর্বোপরি জনাব চৌধুরী চট্টগ্রামের কালুরঘাটে রাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সঙ্গে মহান যুদ্ধে অংশ নেন। এ সময় খানসেনার গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন। সে সময় তিনি সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা ছিলেন। দেশের প্রতি সেবার নিদর্শনস্বরূপ পরবর্তীতে তাঁর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। শমসের মবিন চৌধুরী পররাষ্ট্র সচিব হলে বর্তমান পররাষ্ট্র সচিব মোহসিন আলী খানকে অন্যত্র বদলি করা হতে পারে। উল্লেখ্য যে, এই বৈঠকে নয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রফেসর বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তাঁরা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ভূমিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ছাত্রদল মেডিক্যাল কলেজের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছে!

মাসুদ কামাল ॥ নিজ উদ্যোগে, স্বতপ্রণোদিত হয়ে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেখানকার জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি। 'আওয়ামী-বাকশালী' শিক্ষকদের ক্যাম্পাস ত্যাগের হুমকি দেয়ার পর এখন সে লিখিত নির্দেশ দিয়েছে মেডিক্যাল কলেজের সকল ক্লাব ও সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিতের। একজন ছাত্রের এ হেন ক্ষমতা প্রদর্শনে কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সকলের মধ্যেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিলেও মুখ ফুটে উচ্চারণের সাহস পাচ্ছেন না কেউই।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ঢুকতে প্রথমেই যে কারও চোখে পড়বে ছাত্রদল সভাপতির এ বিজ্ঞপ্তিটি। বেশ বড় আকারের কাগজে বিজ্ঞপ্তিটির ভাষা এরকম 'এতদ্দ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সকল ক্লাব ও সংগঠনের সকল কার্যক্রম (সন্ধানী ও লিও ক্লাব ব্যতীত) স্থগিত ঘোষিত হলো। নির্দেশক্রমে- সভাপতি, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢা মে ক শাখা।' এহেন বিজ্ঞপ্তির বিষয়ে কলেজের কর্তৃপক্ষসহ অধিকাংশ শিক্ষকই অবহিত, গত সোমবার থেকেই দেখছেন তাঁরা সেটি। কিন্তু কোন প্রকার ব্যবস্থা নেয়া দূরে থাক, ছাত্রদল সভাপতিকে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করার সাহসও পাচ্ছেন না তাঁরা। এ বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অধ্যাপক বলেন, 'ছেলেটি দারুণ বেয়াদব। ওকে কিছু বলতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার ঝুঁকি কে নেবে? গত ৪ তারিখে এ ছেলেটিই তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে শিক্ষকদের কক্ষে গিয়ে ঢালাওভাবে সকলকে হুমকি দিয়েছে। বলেছে, আওয়ামী-বাকশালী শিক্ষক যেন আর ক্যাম্পাসে দেখা না যায়।'

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বর্তমানে সন্ধানী ও লিও ক্লাব ছাড়াও রয়েছে- রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, ডিবেটিং ক্লাব, মেডিকোস থিয়েটারসহ বেশকিছু অরাজনৈতিক ক্লাব। একাধিক ছাত্রের মতে, সন্ধানী ও লিও ক্লাব ব্যতিরেকে অন্য ক্লাবগুলোতে ছাত্রলীগ সমর্থিত ছাত্রছাত্রীদের প্রাধান্য ছিল। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোতে ছাত্রদলের ছেলেদের ঢুকাতেই বেপরোয়া সভাপতির এই প্রচেষ্টা। ক্লাবের পাশাপাশি সংগঠন বলতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে এতদিন সক্রিয় ছিল ছাত্রলীগ এবং ছাত্রশিবির। কিন্তু ছাত্রদল নামধারীদের তাণ্ডবের পর তাদের আর ক্যাম্পাসে দেখা যাচ্ছে না। এমনকি গত জুন মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্রলীগের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যে ছাত্রসংসদ গঠিত হয়েছিল, তার কোন সদস্যকেও এখন আর ক্যাম্পাসে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কলেজের একাধিক ছাত্রছাত্রীর মতে, বিগত সরকারের আমলে ছাত্রলীগের ছেলেরাও নানা অপকর্ম করেছে, দেখিয়েছে ঔদ্ধত্য। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় আসতে না আসতেই ছাত্রদল ইতোমধ্যেই যে সব কর্মকাণ্ড দেখিয়েছে তাতে আগের সব কিছু রীতিমতো ম্লান হয়ে গেছে।

চিকিৎসা শিক্ষায় ছাত্রদলের এবং বিএনপি সমর্থকদের এহেন তাণ্ডব কেবল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজেই নয়, চলছে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ছাত্রাবাসে হুমকি দেয়া হচ্ছে সংখ্যালঘুদের। জানা গেছে, এরই মধ্যে বিএনপি সমর্থিত একাধিক ডাক্তার হোস্টেলে গিয়ে হিন্দুদের অবিলম্বে চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে। ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বিএনপিপন্থীদের হাতে এক ইন্টার্নি ডাক্তারের লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোসহ সারা দেশের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসার পরিবেশ।

হিংস্রশাপদের জনপদ

রামপালের প্রসাদনগর নলবুনিয়া গ্রাম এখন বিরানভূমি॥ সন্ত্রাসীরা সর্বত্র চালাচ্ছে লুট ধর্ষণ নির্যাতন

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি, বাগেরহাট থেকে ॥ রামপালের প্রসাদনগর গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলো এখন বিরানভূমি। বিএনপির সন্ত্রাসী গ্রুপের তাণ্ডবে এ গ্রামের সংখ্যালঘু পুরুষ-মহিলারা এখন বাড়িছাড়া। ঘরে ঘরে তালা ঝুলছে। একই অবস্থা এ থানার নলবুনিয়া গ্রামের। এই গ্রামের সংখ্যালঘু বাড়িগুলোর ভিটে-মাটি আকড়ে পড়ে আছে শুধু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা।

বাগেরহাট জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিকাংশ সংখ্যালঘু গ্রামেরই এই চিত্র। পুরুষরা গ্রামছাড়া মহিলারা দিনের বেলা বাড়িতে এসে আতঙ্কের মধ্যদিয়ে কাজকর্ম সেরে আবার সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। এ জেলার কোন গ্রামেই উঠতি বয়সের হিন্দু মেয়ে-বধূরা বাড়িতে নেই। বিভিন্ন গ্রামে ধর্ষণের ঘটনার পর তাদের শহরে কিংবা অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এ জেলার প্রত্যন্ত এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, বাগেরহাট জেলার সংখ্যালঘু গ্রামগুলোতে ধর্ষণ, মারপিট, বাড়ি ঘর লুটপাট, চিংড়ি ঘের লুট, গরু-ছাগল-ছিনতাইয়ের মতো নানা ঘটনা ঘটছে। কোন কোন গ্রামে বিএনপি-জামায়াতের সশস্ত্র ক্যাডাররা লুকোচুরি না করে সদর্পে এসে এসব ঘটনা ঘটাচ্ছে। আবার কোথাও কোথাও কালো কাপড়ে মুখ ঢেকে তালেবানী গেরিলা স্টাইলে এসে হামলা চালাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা সব এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় সংখ্যালঘুরা আরও অসহায় হয়ে পড়েছে। প্রতিদিনই কোন না কোন গ্রামে হামলা, মারপিট, চাঁদাবাজি, চিংড়ি ঘেরলুটের ঘটনা ঘটছে। এত সব অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও হিন্দুরা কেউ মুখ খুলছে না। কেমন আছেন জানতে চাইলে শুধু ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে। আর এসব ঘটনার সিকি ভাগ অভিযোগও পুলিশের কাছে আসছে না। বিভিন্ন এলাকায় আলাপকালে একজনও হিন্দু লোক পাওয়া যায়নি, যারা তাদের ওপর সন্ত্রাসীর ঘটনার কথা পুলিশকে জানিয়েছে। অবশ্য অভিযোগ পাওয়ার পর কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুলিশ তৎপর হচ্ছে। তবে প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে কাদাপানির মধ্যে পুলিশের পক্ষে যাওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

রামপাল থানার পুলিশ কর্মকর্তারা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলছেন, কিছু কিছু এলাকায় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে। তবে আমার কাছে অভিযোগ আসছে না। অভিযোগ এলে পরে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। খুলনা মহানগরীর পাশ দিয়ে বয়ে চলা রূপসা নদীটি পেরুলে পূর্ব রূপসা বাসস্ট্যান্ড। সেখান থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরের গৌরম্ভা বাজার। একমুখো সড়কপথ ধরে বাজারে পৌঁছানো গেলেও গৌরম্ভা ইউনিয়নের প্রসাদ নগরে যাওয়া যায় না। হেঁটে, ট্রলারে (ইঞ্জিনচালিত নৌকা) চেপে ঘণ্টাখানেক যাওয়ার পর প্রসাদ নগরের দেখা মেলে। প্রত্যন্ত এলাকা ও যাতায়াতের ভাল সুবিধা না থাকায় চারদলীয় জোটের উন্মত্ত কর্মীরা খাবলে ধরেছে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এই গ্রামটিকে। নির্বাচনের আগে থেকেই এখানে হুমকি-ধমকি চলছিল। একটাই কথা ভোট চাই। দাঁড়িপাল্লাকে জেতাতে হবে। হিন্দু মানেই যেহেতু নৌকার ভোট, ফলে কেন্দ্রে যাওয়া চলবে না। গেলেও দাড়িপাল্লাকে দিতে হবে। ভোটার সংখ্যা হিসাব করে অঙ্ক কষে বের করা যাবে হিন্দুরা কাকে ভোট দিয়েছে। আতঙ্কিত এই জনপদে নির্বাচনের দিন রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে তাণ্ডব। হামলা, মারধর, লুটপাট, নারীদের লাঞ্ছনা হেন কিছু নেই যে ঘটেনি। বর্বরতম পীড়ন চালিয়ে আবারও হুমকি দিয়ে গেছে 'টাকা যোগাড় করে রাখবি, অমুক দিন আসব। টাকা না দিলে বাঁচতে পারবি না। তোর মাইয়েডা তো দেখতি ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। ভয়ে আতঙ্কে অনেকেই গ্রাম ছেড়ে গেছে। বেশ কয়েকটি বাড়িতে এখনও তালা ঝুলছে। তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না। গ্রামটিতে যারা আছে তারাও ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। ভিটামাটি আগলে যে বয়স্করা আছেন তাঁদের উদাস, আবেগহীন উত্তর ভাল আছি। কোনভাবে আস্থায় এলে হামলা, মারধর, লুটপাটের বীভৎস বর্ণনা দিয়ে চোখের পানি ফেলে। কারও নাম বলতে চায় না। দু'একজনকে চিনেছেও। আবার অনেকে এসেছে তালেবানী স্টাইলে মুখ কাপড়ে বেঁধে। তাণ্ডব চালানো দলটির মধ্যে খুনী আসামী, সাজাপ্রাপ্ত আসামী, দাগী সন্ত্রাসীরা থাকলেও প্রশাসন নির্বিকার। ইতোমধ্যে চারদলীয় জোট সরকারের আনুগত্য পোষণকারী পুলিশ বাহিনী পীড়নকারীদের চার দলের বিশিষ্ট কর্মী হিসাবে আখ্যা দিয়ে বেশ খাতির করছে। দলীয় আশ্রয়পুষ্ট এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মীর মোহাম্মদ, ছালাম লস্কর, আসলাম, লিয়াকত, আছাদ, টিটুদের নেতৃত্বে শতাধিক উন্মত্ত জনতা গৌরম্ভার আওয়ামী লীগ নেতা নূর মোহাম্মদ মল্লিককে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেছে। স্ত্রী, ভাই, শিশুপুত্রের চোখের সামনে সন্ত্রাসীরা উল্লাসের সঙ্গে পিটিয়েছে। কেউ কাছে এলেই তাকে পিটানো হয়েছে। মার খেয়ে অর্ধচেতন মোহাম্মদ পানি খেতে চাইলে তার মুখে পাষণ্ডরা প্রশ্রাব করে দেয়। দিনের বেলায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে সন্ত্রাসীদের এই নির্মমতার সময় অদূরের পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হলেও কেউ আসেনি। উপরন্তু যে খবর দিতে গিয়েছিল, তার নামে মামলা আছে বলে তাকে সেখানে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। এসব হত্যাকারীর নামে মামলা হয়েছে। মোহাম্মদের বাড়িতে পুলিশ বসানো হয়েছে। কিন্তু তার পরও সন্ত্রাসীরা থেমে নেই। সন্ধ্যার পরে তালেবানী মুখোশ পরে ওরা হুমকি দিচ্ছে মামলা প্রত্যাহার করার। বাদী নিহতের বড় ছেলে সোহাগ মল্লিক এবং সাক্ষী ভাই সেলিম ও মিজান মল্লিককে খুন করা হবে বলে শাসানো হয়েছে। একই অবস্থা হুড়কা, রাজনগর, উজলকুড়, পেড়িখালি, বাইনতলা, বুড়িরডাঙ্গা ইউনিয়নের। এখানকার হিন্দু অধ্যুষিত গ্রামগুলো সন্ত্রস্ত। বেশিরভাগ পরিবারের যুবা-পুরুষ-নারীরা বাড়িতে নেই। পালিয়ে বেড়াচ্ছে অধিকাংশই।

গতকালের লুট কাহিনী

রূপসা-মংলা মহাসড়কের দক্ষিণ পাশে বাবুর বাড়ি বাসস্ট্যান্ডের কাছেই ভেকটমারী গ্রাম। এখানকার ডেভিড মণ্ডলের চিংড়ি ঘের লুট করতে আসে দুর্বৃত্তরা। বিএনপি নেতাদের ছত্রছায়ায় থাকা কয়লা বাজারের সালেহর নেতৃত্বে ১৪/১৫ জন বৃহস্পতিবার সকালে মাছ লুটে নিতে আসে। তারা মাছ ধরা শুরু করলে স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে পালাতে শুরু করে। কিন্তু গ্রামবাসীরা ৯ দুর্বৃত্তকে ধরে ফেলে। তাদের পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। সেখানে বিএনপি নেতারা ছুটে গেছেন। পুলিশের সঙ্গে তাদের কথা হয়েছে। প্রচার করা হয়েছে মালিকানাসংক্রান্ত বিরোধে এই ঝামেলা। গত পরশু ঘের লুটতে এসেছিল নলবুনিয়া গ্রামে। দুর্বৃত্তরা সেখানে আগেই আকুল মাঝি, নিখিল মাঝি, মনোরঞ্জন, জিতেনকে বেদম পিটিয়েছে। তাদের ছোট ঘেরগুলো লুটও হয়েছে। সন্তোষ মণ্ডল, জুড়োন মণ্ডল, সুধীর মণ্ডল, স্বপন মণ্ডল, মনোরঞ্জন হালদারের ঘেরও লুট হয়েছে। তাদের টাকাও লুটে নেয়া হয়েছে। পরিবারের যুব-নারী-পুরুষরা ঘরছাড়া। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা তাঁদের ভিটা আগলে আছে।

মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী কে কোন্ দফতর পেলেন

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বৃহস্পতিবার মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন করেছেন। বেগম জিয়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ এবং বিদ্যুত জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় নিজের হাতে রেখেছেন। খবর বাসসর। ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। মোঃ সাইফুর রহমান পেয়েছেন অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। আবদুল মান্নান ভুঁইয়াকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অপরাপর মন্ত্রী ও তাঁদের দফতর হচ্ছে আবদুল মতিন চৌধুরী বস্ত্র, ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ আইন, বিচার ও সংসদ, মতিউর রহমান নিজামী কৃষি, ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা যোগাযোগ, এম শামসুল ইসলাম ভূমি, চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, এমকে আনোয়ার শিল্প, তরিকুল ইসলাম খাদ্য, শাজাহান সিরাজ পরিবেশ ও বন, লে. কর্নেল আকবর হোসেন (অব) নৌপরিবহন, বেগম খুরশীদ জাহান হক মহিলা ও শিশু, আবদুল্লাহ আল নোমান শ্রম ও জনশক্তি, ইঞ্জিনিয়ার এলকে সিদ্দিকী পানিসম্পদ, ড. আবদুল মঈন খান তথ্য, মির্জা আব্বাস গৃহায়ন ও গণপূর্ত, সাদেক হোসেন খোকা মৎস্য ও পশু সম্পদ, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাণিজ্য, ব্যারিস্টার মোঃ আমিনুল হক ডাক ও টেলিযোগাযোগ, আলহাজ আলতাফ হোসেন চৌধুরী স্বরাষ্ট্র, হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ বীর বিক্রম পাট, হারুনার রশীদ খান মুন্নু দফতরবিহীন, ড. ওসমান ফারুক শিক্ষা এবং আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

প্রতিমন্ত্রিগণ ও তাঁদের দফতর হচ্ছে ঃ মোঃ লুৎফর রহমান খান (আজাদ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মোঃ ফজলুর রহমান (পটল) যুব ও ক্রীড়া, মোশারেফ হোসেন শাহজাহান ধর্ম, মেজর (অব) মোঃ কামরুল ইসলাম দফতরবিহীন, রেদোয়ান আহমেদ দফতরবিহীন, ব্যারিস্টার মুহাম্মদ শাহজাহান ওমর বীর উত্তম ভূমি, মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন, বেগম সেলিমা রহমান সংস্কৃতি, রিয়াজ রহমান পররাষ্ট্র, আলমগীর কবীর গৃহায়ন ও গণপূর্ত, জিয়াউল হক জিয়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, আনোয়ারুল কবীর তালুকদার অর্থ ও পরিকল্পনা, অধ্যাপক মোঃ রেজাউল করিম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, একেএম মোশারফ হোসেন জ্বালানি ও খনিজসম্পদ বিভাগ, মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর স্বরাষ্ট্র, সালাহ উদ্দিন আহমদ যোগাযোগ, ইকবাল হাসান মাহমুদ বিদ্যুত বিভাগ, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কৃষি, মোঃ বরকত উল্লা ভুলু বাণিজ্য, শাহ মুহাম্মদ আবুল হোসাইন অর্থ ও পরিকল্পনা, আমান উল্লাহ আমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, এবাদুর রহমান চৌধুরী দুর্যোগ, ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, মোঃ আহসানুল হক মোল্লা ডাক ও টেলিযোগাযোগ, আ ন ম এহছানুল হক শিক্ষা, মিজানুর রহমান সিনহা বস্ত্র, উকিল আবদুস সাত্তার আইন, বিচার ও সংসদ, এ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তী পানিসম্পদ এবং জাফরুল ইসলাম চৌধুরী বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়। উপমন্ত্রিগণ ও তাঁদের দফতর হচ্ছে ঃ মনি স্বপন দেওয়ান পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়, আসাদুল হাবিব (দুলু) যমুনা সেতু বিভাগ, এ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস তালুকদার (দুলু) স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় এবং মোঃ আবদুস সালাম পিন্টু শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু ২৮ অক্টোবর

মনির হায়দার ॥ অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন আগামী ২৮ অক্টোবর রবিবার সকাল ১০টায় শুরু হচ্ছে। টানা তিন মাস অঘোষিত বিশ্রাম কাটানোর পর অত্যাসন্ন এই অধিবেশনকে ঘিরে পুরো সংসদ সচিবালয় আবার কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে। নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পদভারে ধীরে ধীরে মুখরিত হয়ে উঠছে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরস্থ সুবিশাল সংসদ ভবন। গণপূর্ত বিভাগ ইতোমধ্যেই সমগ্র ভবনটি ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছে। জাতীয় মর্যাদাসম্পন্ন ও বিশ্বের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন এই স্থাপনার বেশ কিছু অংশ এবার নতুনভাবে মেরামত, সংস্কার ও পুনর্স্থাপন করা হয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী উদ্বোধনী অধিবেশনের সূচনাতেই রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ সংসদে ভাষণ দেবেন।

স্পীকারের দফতর সূত্রে জানা গেছে, গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী ২৯৮ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে আওয়ামী লীগের ৬২ জন ছাড়া বাকি সবাই এরই মধ্যে শপথ গ্রহণ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকালে নিজ দফতরে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে আলাপকালে স্পীকার এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদ বলেন, বিদায়ী স্পীকার হিসাবে আমার কাজ অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রথম অধিবেশনের শুরুতেই নতুন স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকার নির্বাচনের পর তাঁদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়েই শেষ হবে আমার কাজ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এখনও পর্যন্ত শপথ গ্রহণ এবং সংসদে যোগদান না করার সিদ্ধান্তে অটল রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত যদি তারা সংসদে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে, তাহলে আমার কাছেই শপথ নিলে আমি খুশি হব। তা না করে যদি তারা পরবর্তী নতুন স্পীকারের কাছে শপথ নেয় তবে সেটা আমার জন্য সুখকর হবে না। তিনি বলেন, স্পীকার হিসাবে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় আমি এরই মধ্যে নিজে সংসদ সদস্য পদের শপথ গ্রহণ করেছি। এখন আমার দল থেকে নির্বাচিত অন্য সংসদ সদস্যরা যদি আগামী ২৮ অক্টোবর অধিবেশন শুরু হবার পর ৯০ দিনের মধ্যে শপথ না নেয় তাহলে আইনানুযায়ী তাদের সদস্যপদ আপনা-আপনিই বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি শেষ পর্যন্ত এমনটি ঘটে, সেক্ষেত্রে আমি সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করব।

নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর আগে কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠন করবেন কি না জানতে চাইলে স্পীকার বলেন, আমি এখনও বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করিনি।

এদিকে আসন্ন অধিবেশনকে ঘিরে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পদভারে জাতীয় সংসদ ভবন ধীরে ধীরে মুখোরিত হয়ে উঠছে। প্রশ্ন এবং নোটিস জমা দেয়ার জন্য তারা ভিড় জমাচ্ছেন সংসদ সচিবালয়ের নোটিস শাখায়। বৃহস্পতিবার দিনভর এখানে এমপিদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। প্রশ্ন এবং নোটিস জমা দেয়া নিয়ে বিশেষ করে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত অপেক্ষাকৃত তরুণ সংসদ সদস্যদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। বিকাল ৫টার দিকে নোটিস শাখায় বসে থাকতে দেখা গেল বেশ ক'জন এমপিকে। এর মধ্যে মেহেরপুর-১ আসন থেকে নির্বাচিত তরুণ এমপি মাসুদ অরুণ ওই শাখার এক কর্মকর্তার টেবিলে রেখে পূরণ করছিলেন প্রশ্ন ফরম। প্রতিবেদকের এক প্রশ্নের জবাবে বললেন, ' শুরু থেকেই সংসদে আমি কার্যকর ভূমিকা রাখতে চাই। কিন্তু সংসদীয় কার্যক্রমে নতুন বিধায় অনেক কিছুই আমার জানা নেই। এ কারণে বিভিন্ন বিষয়ে পূর্বসূরিদের শরণাপন্ন হচ্ছি। এছাড়া সংসদ সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আমাকে বেশ সহযোগিতা করছেন।' আওয়ামী লীগ দলীয় কোন এমপিকে নোটিস জমা দিতে দেখা যায়নি। বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর কোন কোন সদস্যকে সংসদ লাইব্রেরীতে পড়াশোনা করতে দেখা গেছে। বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং বিগত সংসদের বিরোধীদলীয় চীফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেন এমপি বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত লাইব্রেরীতে ছিলেন।

নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন ২৮ অক্টোবর শুরু হয়ে কতদিন চলবে তা এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবার পর ওই কমিটির বৈঠকেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত না হওয়ায় সংসদের প্রথম অধিবেশনে কি কি বিল উত্থাপিত হবে তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। তবে অধিবেশন শুরুর আগেই সংসদ উপনেতা, ক্ষমতাসীন দলের চীফ হুইপ এবং হুইপবৃন্দ নিযুক্ত হবেন। এছাড়া অধিবেশন শুরুর পর পরই কার্যউপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে বলে জানা গেছে।

এদিকে নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা এখনও পর্যন্ত শপথ না নেয়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকায় অষ্টম জাতীয় সংসদের সূচনা অধিবেশনটি তাদের অনুপস্থিতিতেই শুরু হবে কি না তা নিয়ে নানা রকম জল্পনা-কল্পনা রয়েছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে। ইতোপূর্বে ১৯৮৬ সালের তৃতীয়, ১৯৮৮ সালের চতুর্থ এবং ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিভিন্ন বড় দল অংশগ্রহণ না করার নজির থাকলেও নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর শপথ না নেয়া এবং শুরু থেকেই সংসদে না যাওয়ার ঘটনা এবারই প্রথমবারের মতো ঘটতে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ গঠিত হয় ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কুখ্যাত ঘাতকদের হাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে নিহত হবার পর সেই সংসদের অপমৃত্যু ঘটে মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই। এর পর ১৯৮৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় এবং তাতে খুব স্বাভাবিকভাবেই জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দল বিএনপি বিপুল বিজয় অর্জন করে। কিন্তু ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়াজনিত কারণে সেই সংসদেরও অসময়ে মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো একই ধরনের পরিবেশে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৬ সালে বিএনপি'র বয়কটের মধ্য দিয়ে। সেই নির্বাচনে তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের গঠিত দল জাতীয় পার্টি একইভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু দু'বছরের মাথায় এরশাদ সেই সংসদ ভেঙ্গে দিতে বাধ্য হন। এরপর চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং আসম রবের জাসদ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অন্য কোন দল ওই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। ১৯৯০ সালে প্রবল গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের পতনের সাথে সাথেই বিলুপ্ত হয়ে যায় দেড় বছর বয়েসী চতুর্থ সংসদও। এরপর ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন নির্দলীয় অস্থায়ী সরকারের তত্ত্বাবধানে অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর পর দেশে আবার একটি গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতাসীন হয়। প্রথমবারের মতো বেগম খালেদা জিয়া হন সেই সরকারের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ণ মেয়াদ শেষে ১৯৯৬ সালে পঞ্চম সংসদ বিলুপ্ত হয় এবং ওই বছরেরই ১৫ ফেব্রুয়ারি বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয় বহুল বিতর্কিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবিতে ১৯৯৪ সাল থেকে আন্দোলনরত আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াত এবং জাসদসহ অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ওই নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে বিরত থাকে। তাদের অব্যাহত অসহযোগ আন্দোলন এবং প্রবল প্রতিরোধের মুখে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবে একটি বড় ধরনের প্রহসনে পরিণত হয়। অনেক আসনে ভোটগ্রহণ করাও সম্ভব হয়নি। ওই নির্বাচনের পরেও বিরোধী দলগুলোর অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ওই পরিস্থিতিতে নব গঠিত বেগম খালেদা জিয়ার সরকার মাত্র ১১ দিন ক্ষমতায় ছিল। এর মধ্যেই বিতর্কিত ষষ্ঠ সংসদের অধিবেশন আহ্বান করে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তন করা হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা। ১৯৯৬ সালের ৩০ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সংসদ ভেঙ্গে দেন এবং এভাবেই পতন ঘটে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের। ওই দিন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন প্রথম সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান। তাঁর নেতৃত্বেই ওই বছরের ১২ জুন অনুষ্ঠিত হয় সপ্তম জাতীয় সংসদের ঐতিহাসিক নির্বাচন এবং তাতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের মধ্যদিয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পুনরায় দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হবার পথে এগিয়ে যায়। তার ১০ দিন পর ২৩ জুন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেন জাতির জনকের কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্যরা। ১৯৯৬ সালের ১৪ জুলাই সপ্তম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে এবং মেয়াদের শেষদিন ২০০১ সালের ১৩ জুন পর্যন্ত চলে ঐতিহাসিক এই সংসদের সমাপ্তি অধিবেশন। ১৫ জুন সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে দেশের দ্বিতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি লতিফুর রহমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যদিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেন শেখ হাসিনা ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। এরপর বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বধায়ক সরকারের বিতর্কিত তত্ত্বাবধানে গত ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়া তথা বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। গত ৯ অক্টোবর সকালে চারদলীয় জোটের ১৯৬ জন সংসদ সদস্য স্পীকার এ্যাডভোকেট আব্দুল হামিদের কাছে শপথবাক্য পাঠ করেন। এরপর গত ১০ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথগ্রহণ করেন বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার ৬০ জন সদস্য। ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে নতুন এই সরকারের কার্যক্রম। আগামী ২৮ তারিখের উদ্বোধনী অধিবেশনের মধ্যদিয়ে যাত্রা শুরু হবে অষ্টম জাতীয় সংসদের। তবে সদ্য অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, পক্ষপাতিত্ব ও স্থূল কারচুপির অভিযোগে আওয়ামী লীগ সারা দেশে পুনর্নির্বাচন দাবি করে সংসদ সদস্য হিসাবে শপথগ্রহণ থেকে বিরত রয়েছে। তাদের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত না হলে শেষ পর্যন্ত এক ধরনের অপূর্ণতা নিয়েই শুরু হবে নতুন সংসদের কার্যক্রম।

আসাদুজ্জামান নূরের নীলফামারীর বাড়িতে গভীর রাতে ককটেল হামলা॥ অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা

নীলফামারী, ১১ অক্টোবর, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ উত্তরাঞ্চলের নীলফামারী ২ (জেলা সদর) আসনের আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়িতে দু'টি শক্তিশালী ককটেল নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। কে বা কারা বুধবার (১০ অক্টোবর) দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে তিনটায় নীলফামারী শহরের উপজেলা সড়কে আসাদুজ্জামান নূরের বাসভবনে এ ঘটনা ঘটায়। শক্তিশালী ককটেল দু'টি বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলেও ভাগ্যক্রমে তিনি প্রাণে রক্ষা পান। এ ঘটনায় অন্য কেউ হতাহত হয়নি। তবে আসাদুজ্জামান নূরের শয়নকক্ষের মাত্র পাঁচ গজ দূরে বাসভবনের অভ্যন্তরের বারান্দায় টিনের চালাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনার পরপরই সংবাদ পেয়ে পুলিশ সুপার আব্দুল জলিল মণ্ডল, সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল) দেলোয়ার হোসেন, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলী আকবর গাজীসহ পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে ঘটনার

সাথে জড়িত কাউকে পুলিশ চিহ্নিত বা গ্রেফতার করতে পারেনি বলে জানা গেছে। বিস্ফোরিত শক্তিশালী ককটেলের আলামত পুলিশ সংগ্রহ করেছে। এদিকে বৃহস্পতিবার সকালে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শত শত নারীপুরুষ নূরের বাড়িতে ছুটে যায় এবং কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। অপরদিকে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় আসাদুজ্জামান নূর নীলফামারীর বাসভবনে এ ঘটনার ব্যাপারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, "ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি এখন রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কবলে পড়েছি। আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসী লেলিয়ে দিয়ে আমার বাড়িতে বোমা হামলা চালানো হয়েছে। এতে শান্ত নীলফামারীতে এক ব্যতিক্রম ঘটনা ঘটিয়ে অশুভ লক্ষণের জন্ম দেয়া হচ্ছে। নূর সাংবাদিকদের আরও বলেন, দেশের সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মিদের ওপর হামলা চলছে, হত্যা করা হচ্ছে, যা রাজনৈতিক প্রতিহিংসার সাক্ষ্য বহন করছে যার শিকার আজ আমাকেও হতে হলো" আসাদুজ্জামান নূর নীলফামারীতে তাঁর বাড়িতে শক্তিশালী ককটেল নিক্ষেপ ও বিস্ফোরণ সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানান, "রাত সাড়ে তিনটায় এ ঘটনা ঘটানো হয়। এ সময় আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। বিকট শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে দেখি গোটা বাড়ির আঙ্গিনা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেছে। বাড়ির পাহারাদার ও অন্যরা চিৎকার করছে। এরপর পুলিশকে টেলিফোনে খবর দিই। অপরদিকে পুলিশ বলেছে, কে বা কারা আসাদুজ্জামান নূরের বাড়িতে শক্তিশালী ককটেল দু'টি নিক্ষেপ করে বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় আসাদুজ্জামান নূর নিজে বাদী হয়ে নীলফামারী থানায় বৃহস্পতিবার একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর ৯। আসাদুজ্জামান নূরের বাড়িতে সন্ত্রাসী বোমা হামলার প্রতিবাদে জেলা আওয়ামী লীগ, কৃষকলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ বিকালে যৌথভাবে শহরের চৌরঙ্গী মোড়ের স্মৃতিসৌধে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করেছে। সমাবেশে বক্তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের অবিলম্বে খুঁজে বের করে গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। এতে বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন, এ্যাডভোকেট জোনাব আলী, দেওয়ান কামাল আহমেদ, মহম্মদ আলী, এ্যাডভোকেট বাপ্পী, আবুল কালাম আজাদ, হাসিনা বানু, জাহানারা জলি প্রমুখ। এদিকে শান্ত নীলফামারীতে এ ধরনের ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এ ছাড়া সংখ্যালঘুরা সাংবাদিকদের কাছে এসে অভিযোগ করেছেন, তাঁদের ঘরবাড়িতে রাতে কে বা কারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করে ভয়ভীতি প্রদর্শন করছে।

এদিকে এ ঘটনার পরও আসাদুজ্জামান নূর মানুষের সেবায় পিছপা হননি। তিনি কিশোরীগঞ্জ উপজেলায় সম্প্রতি বয়ে যাওয়া টর্নেডোর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে দুপুরে সাহায্য হিসাবে নগদ ৫০ হাজার টাকা বিতরণ করেন।

দুর্গা পূজা উদযাপনে ব্যবস্থা নিন ॥ প্রশাসনকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজা যাতে সারা দেশে যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে উদযাপিত হতে পারে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বৃহস্পতিবার প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন। খবর বাসস'র। তিনি জেলা প্রশাসন ও পুলিশকেও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দিতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী বিএনপি নেতাকর্মী ও জোট শরিকদের প্রতিও দুর্গা পূজা উদ্‌যাপনে হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

মন্ত্রিসভা বিশাল কলেবরের হলেও বিএনপির মাঠ পর্যায়ের নেতাকর্মীরা খুশি নন!

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বিশাল কলেবরের হলেও নবগঠিত মন্ত্রিসভা জোটের প্রধান শরীক দল বিএনপির মাঠপর্যায়ে বিরাট সংখ্যক নেতাকর্মীকে খুশি করতে পারেনি। মন্ত্রিসভায় নামের তালিকা দেখে কয়েকটি জেলার দলীয় নেতারা রীতিমতো হতাশ। এক জেলায় নির্বাচিত বিএনপির পাঁচ সংসদ সদস্যের মধ্যে চার জনই মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। আবার খুলনার মতো একটি বড় জেলা থেকে মন্ত্রিসভায় কেউ ঠাঁই পাননি। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে বিএনপির নীতিনির্ধারক ও হাওয়া ভবনের কয়েক গুরুত্বপূর্ণ নেতার মধ্যে এক ধরনের টানাহেঁচড়া চলতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রিসভা মাঝারি পর্যায়ের নাকি বড় আকারের হবে এ নিয়ে দলের হাইকমান্ডের মধ্যে সিদ্ধান্তহীনতা ছিল। তেমনি বুধবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ শেষ হলে দফতর বণ্টন নিয়ে আরেক দফা সিদ্ধান্তহীনতা দেখা দেয়। যার অবসান ঘটে বৃহস্পতিবার বিকালে।

একদিকে বিএনপির অন্যতম নীতিনির্ধারক কর্নেল (অব) অলি আহমদ যেমন মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়েছেন, তেমনি উল্লেখযোগ্য দুই তিন নেতা মন্ত্রী হলেও ভাগে পেয়েছেন কম গুরুত্বপূর্ণ দফতর।

বুধবার বিএনপি ও চারদলীয় জোট নেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ২৮ মন্ত্রী, ২৮ প্রতিমন্ত্রী ও ৪ উপমন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকেই রাজনৈতিক অঙ্গনে এ নিয়ে নানামুখী আলোচনা শুরু হয়। বিএনপির মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীরা শুরু করেন বিশ্লেষণ। টাঙ্গাইলের আটটি আসনের মধ্যে বিএনপি পাঁচটি আসনে জয়ী হয়। নবনির্বাচিত পাঁচ এমপির মধ্যে শাহজাহান সিরাজ মন্ত্রী, লুৎফর রহমান খান আজাদ ও গৌতম চক্রবর্তী প্রতিমন্ত্রী এবং আব্দুস সালাম পিন্টু উপমন্ত্রী হয়েছেন। মুন্সীগঞ্জের তিনটি আসনে নির্বাচিত বিএনপির তিন এমপিই মন্ত্রিসভায় আছেন। অধ্যাপক একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও এম শামসুল ইসলাম মন্ত্রী এবং মিজানুর রহমান সিনহা প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন। মুন্সীগঞ্জের মোট চারটি আসনের মধ্যে একটি আসনের নির্বাচন স্থগিত আছে।

মন্ত্রিসভায় চট্টগ্রামের পাঁচ বিএনপি এমপি স্থান পেয়েছেন। মন্ত্রী হয়েছেন আবদুল্লাহ আল নোমান, ইঞ্জিনিয়ার এলকে সিদ্দিকী ও আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রতিমন্ত্রীর তালিকায় আছেন দুইজন। এঁদের একজন জাফরুল ইসলাম চৌধুরী এবং টেকনোক্র্যাট কোটায় মীর মোঃ নাসিরউদ্দিন। এ ছাড়া সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা নিযুক্ত হয়েছেন। ভোলার চার বিএনপি সংসদ সদস্যের মধ্যে হাফিজউদ্দিন আহমদ মন্ত্রী এবং মোশারফ হোসেন শাহজাহান প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন।

জোট সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভায় কয়েকটি জেলার প্রাধান্য থাকলেও আবার কয়েকটি জেলা বঞ্চিত হয়েছে। বৃহত্তর খুলনা থেকে জোটের কেউ বিশাল কলেবরের মন্ত্রিসভায় স্থান পাননি। সাবেক স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলীকে নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়া হয়নি। টেকনোক্র্যাট কোটায় তাঁকে মন্ত্রী করা হবে বলে জোর গুঞ্জন থাকলেও তা গুঞ্জনই থেকে গেল।

বুধবার দুপুর পর্যন্ত প্রতিমন্ত্রীর তালিকায় কুষ্টিয়ার প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম এবং বরিশালের জহিরউদ্দিন স্বপনের নাম ছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে দুই জনই বাদ পড়েন। তবে কুষ্টিয়ার এক এমপিকে প্রতিমন্ত্রী করা হয়েছে, যার যোগ্যতা নিয়ে দলের ভিতরই প্রশ্ন রয়েছে। ফরিদপুর সদর আসনের এমপি

চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ এবারও মন্ত্রিত্ব পেয়েছেন। জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ ওই আসন থেকে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন। টেকনোক্র্যাট কোটায় তাঁকে মন্ত্রী করা হবে এ প্রতিশ্রুতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত প্রার্থিতার দাবি থেকে সড়ে দাঁড়ান। বুধবার আলী আহসান মুজাহিদ মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দফতরও পেয়েছেন।

'৯১ সালের বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রতিমন্ত্রী ছিলেন ফজলুর রহমান পটল। বিরোধী দল হিসাবে বিএনপি গত পাঁচ বছরে যে কয়দিন সংসদে উপস্থিত ছিল, জনাব পটল সংসদে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। রাজপথেও তিনি বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশ নেন নিয়মিতভাবে। ধারণা করা হয়েছিল, এবার ফজলুর রহমান পটল পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে প্রতিমন্ত্রীর শিকারই জুটেছে। সাদেক হোসেন খোকা এবার পূর্ণ মন্ত্রী হলেও তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ দফতর পেয়েছেন।

কর্নেল অব অলি আহমদ মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ায় অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। জামায়াতকে চ্যালেঞ্জ করে তাঁর একটি আসনে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি বিএনপি চেয়ারপার্সন ভালভাবে নেননি। তবে দলের অনেকে মনে করতেন, দলের প্রভাবশালী নীতিনির্ধারক হিসাবে তিনি শেষ অবধি মন্ত্রিসভায় থাকবেন। কিন্তু খালেদা জিয়ার বিরাগভাজন হওয়া এবং জামায়াতের চাপের কারণে জনাব অলির মতো সিনিয়র নেতাও মন্ত্রিসভায় স্থান পেলেন না। একই ভাবে মোর্শেদ খানের মন্ত্রী না হওয়ার বিষয়টিও অনেকের নজরে পড়েছে। নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, দলীয় ফান্ডে কাঙ্ক্ষিত চাঁদা না দেয়ায় জনাব মোর্শেদও বিরাগভাজন হন। আর এ কারণে তিনি নির্বাচনের পর হাওয়া ভবনমুখী হননি। বুধবার মন্ত্রিসভায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানেও তিনি গরহাজির ছিলেন।

সাহিত্যে নোবেল পেলেন ত্রিনিদাদ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক ভিএস নাইপল

স্টকহোম, ১১ অক্টোবর, রয়টার্স/এপি/বিবিসি ॥ ত্রিনিদাদ বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক বিদ্যাধর সুরোজ প্রসাদ নাইপলকে সাহিত্যের জন্য এ বছর নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। সুইডিশ একাডেমী বৃহস্পতিবার তাদের ঘোষণায় বলেছে, ইতিহাসের যেসব ঘটনা সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়নি ভিএস নাইপল তাঁর লেখার মাধ্যমে সেসব ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন। ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট ত্রিনিদাদে নাইপলের জন্ম। তিনি ৩০টিরও বেশি বইয়ের লেখক। তাঁর বই 'ইন আ ফ্রী স্টেট'-এর জন্য নাইপলকে ১৯৭১ সালে ব্রিটিশ বুকার পুরস্কার দেয়া হয়েছিল।

ভিএস নাইপলের এ সাফল্যের খবরে লন্ডনের সাহিত্য সমালোচক উইলিয়াম রাদিচি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, তাঁর নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরে আমি অবাক হইনি। দুটো কারনে তিনি এ পুরস্কারটি পেয়েছেন। এক. তিনি খুবই ভাল উপন্যাস লিখেছেন। দুই. বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অদ্বিতীয় কিছু বইও তাঁর রয়েছে। যেমন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর তিনটি বই রয়েছে। এর মধ্যে 'এয়ারি অব ডার্কনেস' এবং 'ইন্ডিয়া উন্ডেড সিভিলাইজেশন' অন্যতম। ভিএস নাইপলের লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে যাঁরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছেন তাঁদের কথা বার বার এসেছে। সুইডিশ একাডেমী বিশেষ করে নাইপলের 'দ্য এনিগমা অব এ্যারাইভাল'-এর কথা উল্লেখ করে বলেছে, এতে লেখক ঔপনিবেশিক শাসন অবসানের একটি অসাধারণ চিত্র তুলে ধরেন। নাইপলের বিখ্যাত অন্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে 'আ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস' ও 'আ বেন্ড ইন দ্য রিভার'।

৬৯ বছর বয়সী ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্প লেখক নাইপল নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা শুনে প্রথমে অবাকই হয়েছেন বলে জানান সুইডিশ একাডেমীর প্রধান হোরাস ইংডাল। উল্লেখ্য, পুরস্কারের আর্থিক মূল্যমান ১ কোটি ক্রোনার (৯ লাখ ৪৩ হাজার মার্কিন ডলার)।